চাঁপা নামের মেয়েটি

---আসিফা নাহীদ

বাসর ঘরে ঢুকে রীতিমত অভিভূত হয়ে গেল ফিরোজ। চাঁপাকে বৌ এর সাজে এত সুন্দর লাগছে! শ্যামবর্ণ চাঁপার মিষ্টি লাজুক চেহারা থেকে যেন দীপ্তি ঠিকরে বের হচ্ছে। রজনীগন্ধা আর গোলাপের খুশবুতে ভরপুর, এই সাজানো বাসর ঘরে বোধ হয় চাঁপা ছাড়া অন্য কাউকে মানাতো না। ফিরোজ ধীরে ধীরে চাঁপার কাছে এসে বসে। চাঁপার মায়াময় চোখে চোখ রাখতেই গত তিন বছরের স্মৃতির আড়ালে হারিয়ে যায় সে।

বুয়েট থেকে Electrical Enginering এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া একমাত্র সুদর্শণ পুত্র ফিরোজের বিয়ের জন্য ওর বাবা-মা অনেকদিন ধরেই মনে মনে উপযুক্ত পাত্রী খুঁজছেন। বুয়েট এ Lecturer হিসেবে চাকরী পাবার সাথে সাথে তাঁরা মরিয়া হয়ে পড়লেন পুত্রবধুর খোঁজে। পাত্রীর রূপ, গুন, উচ্চ শিক্ষা, সচ্চরিত্র, নম্র স্বভাব - সব কিছুই থাকতে হবে। কেননা, তাঁদের ফিরোজ তো আর যেমন তেমন ছেলে নয়! শিক্ষিত, ধনী, উচ্চবংশীয় বাবা-মা'র যোগ্য সন্তান সে। তার জন্য মানানসই পাত্রী পেতে একটু কষ্ট তো হবেই।

আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী আর বন্ধু-বান্ধব, কেউই বাকী রাখেনা ফিরোজের জন্য বিয়ের প্রস্তাব আনতে। কিন্তু কাউকেই পছন্দ হয়না ফিরোজের বাবা-মা এর। কেউ সুশ্রী তো অল্পশিক্ষিতা; কেউ উচ্চশিক্ষিতা তো কম রূপসী; আর সুশিক্ষা, সৌন্দর্য্য উভয় গুনই যার মধ্যে আছে, তার চালচলন হয়তো পছন্দসই নয়।

চুপচাপ, শান্ত স্বভাবের ফিরোজ বাবা-মা'র এই অস্থিরতা দেখেও কিছু করতে পারেনা। পুরো ব্যাপারটা থেকে ইচ্ছে করেই দুরে সরে থাকে সে। বিয়ে করার ব্যাপারে তার মনে যে কোন স্বপ্নের কাল্পনিক চরিত্র নেই, এমনটি না। কিন্তু সব বিষয় অভিভাবকের হাতে ছেড়ে দিতে পেরেই নিশ্চিন্ত থাকে সে।

একদিন বিকেলে বাসায় এসে ফিরোজ লক্ষ্য করল ওর বাবা-মা সুন্দর পরিপাটি হয়ে বের হচ্ছেন। আজকাল তাঁদের কোথাও বের হওয়া মানেই পাত্রী দেখতে যাওয়া, সেটি ফিরোজ ভাল মতই জানে। ছেলেকে দেখে তাঁরা খুশী হয়ে বললেন, 'এই তো ফিরোজ এসে গিয়েছে। চল, তুইও আমাদের সাথে চল্। তোর খালা একটি খুব ভাল প্রস্তাব এনেছেন তোর জন্য। মেয়ের দাদা, বাবা, দু'জনই নামকরা ডাক্তার, গুলশানে আর বারিধারায় নিজেদের দু-দু'টি বাড়ী, মেয়ে ডাক্তারী ফাইনাল ইয়ারে পড়ছে ঢাকা মেডিকেল কলেজে। মেয়ের ছবিও আছে আমাদের কাছে। দেখ্বি নাকি?' বলে অনেকটা জোর করেই ফিরোজের বাবা-মা নীল রং এর খাম এর ভিতর থেকে একটি মেয়ের ছবি বের করে ফিরোজের চোখের সামনে ধরে। এক নজর ছবির দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গীতে ফিরোজ বলে উঠে, 'হুম, ভালই তো'।

এই আধুনিক যুগে এভাবে আয়োজন করে মেয়ে দেখতে যাওয়া ফিরোজ একদম পছন্দ করেনা। মনে হয়, জীবনসাথী নয়, যেন পোষাক-পরিচ্ছদ অথবা বাড়ীর আসবাবপত্র ক্র য় করতে যাচ্ছে সে সবাইকে সাথে করে। আর তাছাড়া মেয়ে দেখে এসেও বাবা-মা'র যে এই মেয়েকে মনে ধরবে, সে সম্ভাবনাও অতিশয় ক্ষীণ। একটা না একটা খুঁত তাঁদের বের করা চাইই চাই। এসব ভেবে ইচ্ছে করে সে নম্র ভাষায় বাবা-মাকে বলে, 'তোমরাই যাওনা, তোমাদের পছন্দই আমার পছন্দ'। তাঁরা চলে যাবার পর উপলব্ধি করে ফিরোজ যে মেয়েটির ছবি তার কাছেই রয়ে গিয়েছে। আর একবার ছবিটি দেখবার লোভ সংবরণ করতে পারেনা সে। বার কয়েক ছবিটি দেখার পর ফিরোজের মনে হয়, কোন্ দিক দিয়ে যেন অন্য অনেক মেয়ে থেকে এর চেহারাটি ভিন্ন। অদ্ভুত এক তীক্ষ্ণতা আর কোমলতার মিশ্রণ রয়েছে এর চেহারায় যা অন্য কারও মধ্যে সে দেখেনি। না দেখেও কেমন যেন ভাল লেগে যায় মেয়েটিকে ফিরোজের।

রাতে গম্ভীর মুখে বাবা-মাকে বাড়ী ফিরতে দেখেই ফিরোজ বুঝে যে এবারও তাঁরা হতাশ হয়ে ফিরেছেন। এমনটি আগে এতবার হয়েছে যে এতে আর সে অবাক হয়না। কিছু না জিজ্ঞেস করতেই তাঁরা বলে উঠেন, 'মেয়ের রং একটু শ্যামলা মত। আর সব কিছুই ভাল ছিল কিন্তু গায়ের রং এর দিক দিয়ে কিছুতেই যে তোর সাথে মানাবেনা।' ফিরোজ মনে মনে ভাবে, এভাবে যদি সব বাবা-মারা তাঁদের ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে থাকেন, তাহলে বিয়ের আশায় গুড়েবালি দিতে হবে। যোগ্য পাত্রী খুঁজতেই সারা জীবন কেটে যাবে।

এই ঘটনার পর প্রায় তিন বছর কেটে গিয়েছে। ফিরোজ এখনও অবিবাহিত। বন্ধুরা অনেকে আইবুড়ো বলে ক্ষেপায় ওকে আর ও নিরবে সহ্য করে। এক সন্তান হবার জ্বালা অনেক। সেটা আর বন্ধুরা কি করে বুঝবে? মনে মনে বলে ফিরোজ।

সেদিন কাজ শেষ করে আসবার পথেই ঘটে ঘটনাটি। সুঘটনা না দুর্ঘটনা, সেটি পাঠকমন্ডলীই বিচার করবেন পরে। গাড়ী ড্রাইভ করে ফিরছিল ফিরোজ, একটু অন্যমনস্ক ছিল সেদিন কি কারণে। বাসার কাছাকাছি আসতেই turn করবার সময় ওর গাড়ী হঠাৎ গিয়ে লাগে লাইটপোস্টের সাথে। এরপর ফিরোজের আর কিছু মনে নেই। একবারে জ্ঞান ফিরে ওর হাসপাতালে প্রায় সাতদিন পর। জ্ঞান ফিরেই ফিরোজ শুনে কেমন মৃত্যুর সাথে লড়তে লড়তে প্রাণ ফিরে পেয়েছে সে একজন তরুনী ডাক্তার এর নিঃশেষ পরিশ্রম আর যত্নের বদৌলতে।

ফিরোজের জ্ঞান ফিরবার খবর শুনেই Dr. নিশাত, অর্থাৎ সেই সুখ্যাত ডাক্তার যার অশেষ চেষ্টায় ফিরোজ বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে, ছুটে আসেন। ডাক্তারকে দেখে সদ্য জ্ঞান ফিরে পাওয়া ফিরোজের শুধু মনে হয় খুব চেনা এ মুখ কিন্তু কিছুতেই সে মনে করতে পারেনা কোথায় দেখেছে Dr. নিশাতকে সে।

এর পরের কিছুদিন বেশ আরামেই কেটে গেল ফিরোজের। অফিস যাবার তাড়া নেই, সবাই খোঁজ খবর নিচ্ছে আর এক নারীর অশেষ যত্ন তাকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কত যে মনে করার চেষ্টা করছে সে কোথায় সে দেখেছে এই ডাক্তার মহিলাকে কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছেনা সে। তবে এতটুকু বলতে পারে সে Dr. নিশাত খান নামের এই তরুণী ডাক্তারকে তার খুব ভাল লেগেছে। বাংলাদেশের ডাক্তারদের সম্বন্ধে সব সময়ই তার একটু বিরূপ ধারণা ছিল। এই ডাক্তারকে দেখে সে বুঝতে পারে যে তার ধারণার ব্যাতিক্র মও হতে পারে। Dr. নিশাত এর মত ভাল ডাক্তাররাও নিশ্চয়ই এ দেশে অনেক আছে। কিন্তু কথা সেটি না। কথা হচ্ছে, এই ক'দিনে

Dr. নিশাত এর সাথে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে তার, মা এর আঁচল ধরা এই ছেলের জীবনে কোন মেয়ের সাথে এমন বন্ধুত্ব হওয়া এই প্রথম। আর বন্ধুত্ব হবেনাই বা কেন দু'জনের মধ্যে? Dr. নিশাত এর মাঝে যেমনি রয়েছে চরম ব্যক্তিত্ববোধ, তেমনি রয়েছে অদ্ভুত কোমলতা। সবাইকে অতি তাড়াতাড়ি আপন করে নেবার যাদু জানেন এই ডাক্তার। ফিরোজ যেন এমন একজনের অপেক্ষাতেই ছিল এতদিন। অনেক কথাই হয় দু'জনের মধ্যে, এমনকি, ফিরোজ এটাও জেনে ফেলেছে যে Dr. নিশাত এখনও অবিবাহিতা। একটি কথা খুব জানতে ইচ্ছে করে ফিরোজের, ওর বাবা-মা কি পছন্দ করবে একে পুত্রবধু হিসেবে? আর দু'দিন বাদেই এই হাসপাতাল, না, Dr. নিশাত এর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে বলে মনটা খারাপ হয়ে যায় ফিরোজের।

অবশেষে দেখতে দেখতে বিদায়ের দিন ঘনিয়ে আসে ফিরোজের। সকালে Dr. নিশাত এসে Release Notice দিয়ে গিয়েছেন। মিষ্টি হেসে বিদায়ও নিয়ে গিয়েছেন ফিরোজের এবং ফিরোজের বাবা-মা এর কাছ থেকে। ফিরোজ শুধু 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে' ছাড়া আর কিছুই বলতে পারেনি। Dr. নিশাত চলে যাবার পর ফিরোজের বাবা-মা ছেলের দিকে তাকিয়ে দুষ্টু হাসি হেসে অকস্মাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে, কেমন লাগল ডাক্তারকে তোর? চেনা চেনা লাগলনা তোর ওকে?' ফিরোজ কিছু বলার আগেই তাঁরা বলে উঠলেন, 'মনে আছে তোর চাঁপা নামের একটি মেয়ের কথা? প্রায় দু'বছর আগে তোর সাথে বিয়ের কথা উঠেছিল ওর। Dr. নিশাত এর ডাক নামই হল চাঁপা।'

এতক্ষনে ফিরোজের কাছে পরিস্কার হয় ব্যাপারটি, কেন Dr. নিশাতকে ওর এত চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। 'শুধু গায়ের রং শ্যামলা দেখে আমরা ওকে তখন পছন্দ করিনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম কত ভাল মেয়ে চাঁপা। ওর সুনিপুন চিকিৎসা না হলে তোর সুস্থ হয়ে উঠতে আরো অনেকদিন সময় লাগত। পুরো হাসপাতাল জুরে ওর সুনাম। আজকাল নাকি এত ভাল মেয়ে দেখাই যায়না। চাঁপা এখনও অবিবাহিতা। তোর যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আজই আমরা ওর বাবা-মা এর সাথে কথা বলতে পারি তোর সাথে বিয়ের ব্যাপারে।'

এর পরের ঘটনা অতি ছোট এবং দ্রুত। এতটুকু দেরী করেনি ফিরোজ বিয়েতে সম্মতি জানাতে। তারপরই বাজল বিয়ের সানাই, এলেন কাজী বিয়ে পড়াতে, সাজানো হল বাসর ঘর, যেখানে ফিরোজ আর চাঁপা মধুর স্বপ্নে বিভোর এখন।